গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
পরিকল্পনা শাখা-৩
www.mopme.gov.bd

নং ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.১৮৫.১৮-৬৭ তারিখ: ৩ মার্চ ২০১৯

বিষয়: চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় প্রস্তুতকৃত 'স্লিপ গাইডলাইন' এবং ' এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা' অনুমোদন।

সূত্র: ডিপিই'র পত্র নং ৩৮.০১.০০০০.৭০০.৯৯.০০৩.১৮-৪৩; তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় 'স্লিপ গাইডলাইন' এবং 'এডুকেশন-ইন-ইমারজেন্সী খাতে সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা' নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ আলাউদ্দীন ভূঞা জনী)
সহকারী প্রধান
ফোন: ০২-৯৫৫০৮৫১
ই-মেইল: mopmeplan3@gmail.com

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

[**দৃঃ আঃ-** পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

খসড়া

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি খাতের আওতায় সংস্থানকৃত অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর বন্যা, খরা, নদী ও উপকূলীয় ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন দুর্যোগে বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এসব দুর্যোগের প্রভাবে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর ক্ষতি হওয়ার ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণ যেমন বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক সময় রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অস্থিরতার কারণেও বিদ্যালয়ে পাঠদান পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি সাধিত হয় যা পাঠদান কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দুর্যোগ চলাকালে বিদ্যালয়গৃহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ফলে পানি সরবরাহ, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ দুই শিফটে পরিচালনা করার ফলে বর্তমান পাঠদান সময় সমপর্যায়ের অনেক দেশ এবং পাঠদান সময়ে প্রমিত মানদন্ড থেকে অনেক কম। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এসব দুর্যোগ যখন শিক্ষার অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন এ বিষয়টি আরো নাজুক অবস্থা ধারণ করে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করার জন্য বেশ কিছু সময় প্রয়োজন হয়। স্থায়ী অবকাঠামো পুনরায় নির্মাণ করে পাঠদান পরিবেশ পুনঃস্থাপনের পূর্বে বিকল্প কোনো ব্যবস্থায় অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণসহ পাঠদান পরিবেশ পুনস্থাপনের জন্য ভৌত অবকাঠামোর ব্যবস্থাকরণ, এবং এ বিষয়ে অর্থব্যয়ের নীতিমালা ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় থাকা প্রয়োজন। এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ডিপিপি-তে সংযোজিত আছে।

এ কার্যক্রমের আওতায় কোন ধরণের কার্যক্রম প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বলে বিবেচিত হবে এবং কিভাবে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বা কোন প্রক্রিয়ায় এসব কাজের অনুমোদন প্রদান করা হবে সে বিষয়গুলো এ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে। এ নীতিমালার আলোকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় অবকাঠামো ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বা অন্যকোনো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিকল্প ব্যবস্থায় অস্থায়ীভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার জন্য পিইডিপি-৪ এর Education in Emergency কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন তথা অস্থায়ী টিনশেড ঘর নির্মাণ/ বিদ্যমান ভবন ও ভবন সংশ্লিষ্ট অংশ মেরামত/ সংস্কার/ পুনর্নির্মাণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল পুন:স্থাপন/ মেরামত, স্যানিটারি ল্যাট্রিন মেরামত, বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিবেশ পুনরায় সৃষ্টিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণসহ মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

Md. Alauddin Bhuiyan Jonee
Assistant Chief
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the People's Republic of Bangladesh